চ্যাম্পিয়ন ফিড

পোল্ট্রি খামারীদের জন্য ব্রয়লার সহায়িকা

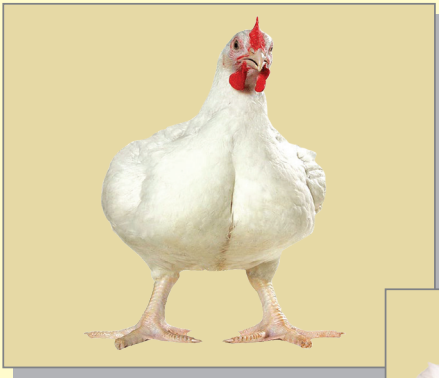

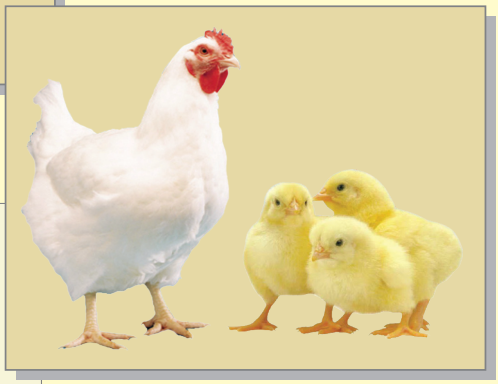

QFL
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

পোল্ট্রি শিল্প বাংলাদেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মোট মাংস উৎপাদনের প্রায় ৩৭% আসে পোল্ট্রি খাত হতে। একসময় শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষ মুরগী পালন করতো তাদের আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য কিন্তু বর্তমানে অনেক শিল্পপতি এই খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্প মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

লাভজনকভাবে মুরগী পালনের সর্তসমূহ

- পরিকল্পিত বাসস্থান বা ঘর
- গুণগতমান সম্পন্ন সুস্থ সবল বাচ্চা
- গ্রেডিং এবং পৃথককীকরণ
- সুষম খাদ্য
- নিরাপদ পানি
- যথাযথ ব্যবস্থাপনা (ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা, লিটার ব্যবস্থাপনা, খাবার ও পানির পাত্র ব্যবস্থাপনা, এমোনিয়া গ্যাস ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং পর্দা ব্যবস্থাপনা)
- পরিষ্কার পরিছন্নতা (খাবার পাত্র, পানির পাত্র, খামারের ভিতরে ও বাহিরে)
- জৈব নিরাপত্তা
- সময়মতো টিকা দেওয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ না খায়ানো
- মুরগী বিক্রয় ও খামার পরিষ্কার করার পর পরবর্তী ব্যাচের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কমপক্ষে ১৪-২১ দিন

পরিকল্পিত বাসস্থান বা ঘর

- খামার লোকালয় হতে দূরে, মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয় এমন জায়গায় করতে হবে
- যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে
- মুরগীর ঘর অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হতে হবে
- ঘরের প্রস্থ ১৮-২০ ফুটের বেশি হবে না, দৈর্ঘ্য যত খুশি করা যাবে তবে পাইলিং যাতে না হয় সেজন্য বাড়ন্ত বয়সে ৩০ ফুট পরপর পার্টিশন দিতে হবে
- একাধিক ঘরের ক্ষেত্রে দুই ঘরের মাঝে ফাঁকা জায়গা হবে ৩০-৪০ ফুট
- ঘরের বাহিরের টিনের বাড়তি অংশ কার্নিশ বা আনিকাছি ২.৫-৩ ফুট দিতে হবে
- ঘরের দেয়ালের উচ্চতা হতে হবে ৮-৯ ফুট
- ভূমি হতে মেঝের উচ্চতা হতে হবে ১.৫-২ ফুট
- প্রতি মুরগীর জন্য জায়গা বরাদ্দ রাখতে হবে ১.২৫ বর্গফুট

গুণগতমান সম্পন্ন সুস্থ সবল বাচ্চা

- গড় দৈহিক ওজন হতে হবে ৪০ ± ৫ গ্রাম
- চোখ উজ্জ্বল এবং বাচ্চা সদা সতর্ক থাকবে
- বাচ্চার পা মোমের মতো তেলতেলে হবে
- শরীর শুকনা এবং পশম মসৃন হবে
- বাচ্চা রেডহক মুক্ত হবে
- বাচ্চার শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনোকিছু থাকবে না
- বিকলাঙ্গ (ঠোঁট বা পা বাঁকা) মুক্ত

গ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ

মুরগীর বাচ্চা প্রথম দিন হতেই গ্রেডিং করে অপেক্ষকৃত ছোট ও দূর্বল বাচ্চাগুলিকে আলাদা করে বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। আলাদাভাবে ব্রুডিং করতে হবে এবং ভাল চিকিৎসা করতে হবে। গ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ প্রতি সপ্তাহে একবার করতে হবে। টিকা প্রয়োগের সময় যেহেতু সকল বাচ্চা হাত দিয়ে ধরতে হয়, ঐ সময় এটি করা উত্তম। গ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ করলে বাচ্চার মৃত্যুহার কম হবে, ইউনিফরমিটি ভাল হবে, সময়মত কাঙ্ক্ষিত ওজন আসবে, এফ.সি.আর ভাল হবে এবং খামার সবচেয়ে লাভজনক হবে।

সুষম খাদ্য-কোয়ালিটি ব্রয়লার চ্যাম্পিয়ন ফিড

নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত ওজনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজনিয়তা অপরিসীম। একটি খামারের বেশিরভাগ খরচই (প্রায় ৭০%) খাদ্য খরচ। কাজেই খাবারের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ খামারিভাইয়েরা সঠিক খাদ্য নির্বাচন করতে পারে না বলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নিম্নমানের খাদ্য খাওয়ানোর ফলে কাঙ্ক্ষিত ওজন আসেনা, এজন্য খামারিগণ অনেক টাকার ঔষধ খাওয়ায় কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ওজন আসেনা। ফলে খামারিগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ সবদিক বিবেচনা করে কোয়লিটি ফিডস লিমিটেড উন্নতমানের বিজ্ঞানসম্মত ও সময় উপযোগী ব্রয়লার চ্যাম্পিয়ন ফিড বাজারে নিয়ে এসেছে এই খাদ্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা হয় বিধায় সহজেই হজমযোগ্য এবং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। ফলে এই খাদ্য ব্যবহার করে খামারিগণ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে ব্রয়লার মুরগী পালন করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।

গুণগতমাণ সম্পন্ন বাচ্চা ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় ব্রয়লার চ্যাম্পিয়ন ফিড খাওয়ালে ৩৫ দিনে খাদ্য রূপান্তর হার (**FCR**) ১.৫ পাওয়া যায়।

$$\text{খাদ্য রূপান্তর হার (FCR)} = \frac{\text{মোট গ্রহনকৃত খাদ্য}}{\text{মোট অর্জিত ওজন}}$$

ব্রয়লার চ্যাম্পিয়ন ফিডের পুষ্টি বিশ্লেষণ নিম্নরূপ

উপাদানের নাম	প্রি-স্টার্টার	স্টার্টার	গ্রোয়ার
আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ) %	১০	১০	১০
আমিষ (সর্বনিম্ন) %	২৩	২৩	২১
স্নেহ (সর্বনিম্ন) %	৫.৭৫	৫.৭৫	৫.৫
আঁশ (সর্বোচ্চ) %	৩.৩	৩.৩	৩.৫
লাইসিন (সর্বনিম্ন) %	১.২৫	১.২৫	১.১৫
মিথিওনিন (সর্বনিম্ন) %	০.৫	০.৫	০.৪৯
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	১.২	১.২	১.২
ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	৩১০০	৩১০০	৩১৭৫
খাদ্যের ধরণ	ছোট ক্রাম্বল	মাঝারী ক্রাম্বল	২.৫ মি.লি. পিলেট
ব্যবহার কাল	১-১০ দিন	১১-২১ দিন	২২ দিন হতে বিক্রি পর্যন্ত
মেয়াদ	উৎপাদনের তারিখ হতে ২ মাস		

নিরাপদ পানি

- মুরগীকে টিউবয়েল বা ডিপটিউবয়েল হতে আয়রনমুক্ত নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে
- পানি পরিশোধনের জন্য নিয়মিত Q-Guard এবং এসিডিফায়ার ব্যবহার করতে হবে
- পানির ট্যাংক, বালতি, মগ, পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে
- পানির ট্যাংকির ঢাকনা ভালভাবে বন্ধ রাখতে হবে যেন বাহিরের পাখি বসতে না পারে
- গরমকালে মুরগীকে ঠান্ডা পানি খাওয়ানোর জন্য ট্যাংকির উপর তাপ প্রতিরোধক ছাউনী এবং ট্যাংকির চারপাশে ছাই, খাঠের গুড়া বা ফোম দিয়ে ইনসুলেটর দিতে হবে

ব্রুডিং

মুরগীর বাচ্চাকে প্রথম দিন হতে ৩-৫ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিংকালীন সময় মুরগীর বাচ্চার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ব্রুডিং সঠিকভাবে না করা হলে মুরগীর শরীরের রোগ প্রতিরোধের অঙ্গগুলি সঠিকভাবে পরিপক্ক হয় না। তাই যেকোন রোগ সহজেই আক্রমন করে, মৃত্যুর হার বেশি হয়, মুরগী ছোট-বড় হয় এবং মুরগীর কাঙ্ক্ষিত ওজন আসে না।

ব্রুডিং এর ৭ টি বেসিক মান নিয়ন্ত্রণ

১. লিটার সবসময় ভালো রাখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

২. তাপমাত্রা- ব্রুডিং এরিয়া এবং লিটারের তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে তাপমাত্রা ০.৫-১ ডিগ্রী ফারেনহাইট পরিবর্তন সহনীয়।

৩. বাতাসের গুণগত মান- এমোনিয়া < ১০-২৫ পি পি এম, আর্দ্রতা ৩০-৫০%, ডাস্ট < ৩.৪ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার।

৪. ভেন্ট্রিলেশন- সর্বনিম্ন বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তাপমাত্র নিয়ন্ত্রনের জন্য বাতাস চলাচল একেবারে বন্ধ করা যাবে না।

৫. নিরাপদ পানি- সমসময় নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে।

৬. ভালো খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা।

৭. আলো বা লাইট- শীতকালে তাপ বাড়াতে গিয়ে আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করা যাবে না, ২য় সপ্তাহ হতে মাঝেমধ্যে আলো বন্ধ করে অন্ধকার দিতে হবে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

- তাপমাত্রা ০.৫-১ ডিগ্রী ফারেনহাইট পরিবর্তন সহনীয়
- ব্রুডিকালীন সময়ে প্রতি ঘন্টায় তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে
- ব্রুডিং এরিয়া এবং লিটারের তাপমাত্রা প্রায় সমান রাখতে হবে
- লাইটের নিচে পানির পাত্র রাখা যাবে না
- বাচ্চা পরিমিত খাদ্য খাচ্ছে কিনা তা প্রথম হতেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে
- লিটার যাতে না ভিজে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, যদি ভিজে যায় তবে তাহা পরিবর্তন করে শুকনা লিটার দিতে হবে
- প্রয়োজনে দিনের বেলা অল্প সময়ের জন্য মাঝে মধ্যে পর্দা খুলে গ্যাস বের করতে হবে
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভেন্ট্রিলেশন বন্ধ করা যাবেনা এবং ভেন্টিলেশন ভালো করার জন্য তাপমাত্রা কমানো যাবে না

ব্রুডিংকালীন তাপমাত্রা

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (°ফারেনহাইট)
১ম	৯৫
২য়	৯০
৩য়	৮৫
৪র্থ	৮০
৫ম	৭৫

খাদ্য ও পানির পাত্র ব্যবস্থাপনা

- প্রথম ২৪ ঘন্টায় শারীরিক ওজনের ২০-২৫% খাদ্য এবং ৪০-৫০% পানি খাবে
- ব্রুডিং সময়ে প্রথম ২-৩ দিন খাদ্য সবুজ রঙের কাগজের উপর দিনে ৫-৭ বার ছিটিয়ে দিতে হবে
- তারপর ছোট গোল পাত্রে দিতে হবে
- প্রথম দুই সপ্তাহ প্রতি ৪০-৫০ টি বাচ্চার জন্য একটি করে পানির ও খাবার পাত্র দিতে হবে
- তারপর প্রতি ৩০টি বাচ্চার জন্য একটি করে পানির ও খাবার পাত্র দিতে হবে
- খাবার পাত্রে থাকা অবস্থায় পুনরায় দেওয়া যাবে না, শেষ হলেই দিতে হবে
- প্রতিবার খাবার ও পানি দেওয়ার পূর্বে পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে খাবার পাত্র উঁচু করে দিতে হবে, প্রয়োজনে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। খাবার পাত্রের খাদ্যের লেভেল বাচ্চার বুক বরাবর হবে

সপ্তাহ অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ ওজন এবং খাদ্য রূপান্তর হার (FCR)

বয়স (সপ্তাহ)	গড় খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)	কাঙ্ক্ষিত ওজন (গ্রাম)	এফ.সি.আর (খাদ্য রূপান্তর হার)
১	১৭৫	২০০	০.৮৮
২	৫৩০	৫০০	১.০৬
৩	১১৪০	৯৫০	১.২০
৪	২০৬৫	১৫৪০	১.৩৪
৫	২৮৬৫	১৯৫০	১.৪৭

লিটার ব্যবস্থাপনা

লিটারের কাজ হলো আরামদায়ক বিছানা হিসেবে প্রয়োজনিয় তাপ নিয়ন্ত্রণ করা, পায়খানা হতে আর্দ্রতা শোষণ করা এবং পায়খানা লিটারের সাথে মিশিয়ে দেওয়া যাতে পাখি তার পায়খানার সংস্পর্শে কম থাকে। একটি শেডের প্রয়োজনিয় সকল লিটার প্রথমেই প্রবেশ করাতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে মেজেতে বিছিয়ে দিতে হবে। লিটার উষ্ণ আবহাওয়ায় ২ ইঞ্চি এবং শীতকালে ৪-৫ ইঞ্চি দিতে হবে। সবসময় নতুন, শুকনা ও ঝরঝরে তুষ লিটার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। লিটার ভালো রাখতে হবে, ভিজে গেলে বা দলা তৈরি হলে পরিবর্তন করে নতুন লিটার মিশিয়ে দিতে হবে। লিটারের স্বাভাবিক আর্দ্রতা ২৫-৩৫%। আর্দ্রতা ঠিক রাখতে এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার লিটার উল্টিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে লিটারের সাথে তুঁতে ও শুকনা চুন ব্যবহার করতে হবে। একটি ব্যাচ শেষ হওয়ার পর লিটার বস্তার ভিতর ভরে, বস্তার মুখ ভালোভাবে রশি দিয়ে বেঁধে নিরাপদ জায়গায় ফেলে দিতে হবে।

লিটার জীবাণুমুক্তকরণ

- তুঁতে স্প্রে @ ১ গ্রাম/২ লিটার পানিতে মিশিয়ে একদিন পরপর করতে হবে প্রথম ১০ দিন বয়স পর্যন্ত
- চুন মিশানো @ ১ কেজি / ১০০ বর্গফুট জায়গায় জন্য প্রতি ১৫ দিন পরপর

পাখির স্বাস্থ্য ও জৈবনিরাপত্তা

উদ্দেশ্য: একটি মুরগীর খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলাফলের জন্য এবং নিরাপদ মাংস ও ডিম উৎপাদনের লক্ষে ঘরের ভিতরে ও বাহিরে স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

একটি খামারে রোগজীবাণু প্রবেশের মাধ্যমে

জৈব নিরাপত্তার কৌশল

- **ঘরের অবস্থান ও অবস্থা ঃ** মুরগীর ঘর উঁচু জায়গায় যেখানে পানি জমে না থাকে এবং পানি ও পয়োনিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা আছে, লোকালয় ও প্রধান সড়ক হতে দূরে খোলামেলা জায়গা যেখানে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এমন জায়গায় করতে হবে। ঘরের ভিতরে ও চারপাশে সবসময় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সূর্যের আলো যেন খামারে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ৩-৫ ফুট প্রস্থের আলাদা সানশেড দিতে হবে যেন শেডের পাশে তিন ফুট পর্যন্ত ছায়া থাকে।

- **বন্য পাখি নিয়ন্ত্রণ ঃ** বন্য পাখি যেন খামারে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য ছোট ছিদ্রযুক্ত তারের বেড়া দিতে হবে। পাখি সাধারণত খাদ্য খাওয়ার জন্যই আসে, তাই কোনো খাদ্য কণাও যেন খামারের আশেপাশে না পরে থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। খামারে কোনো গাছপালা না থাকাই উত্তম। পাখি তাড়ানোর জন্য সাউন্ড গান (বন্দুক) এবং টিনের ভিতর রড ঝুলিয়ে রশি দিয়ে টেনে শব্দ করে তাড়ানো যায়।

- **মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ঃ** খামারে যেন বাহিরের কোনো মানুষ প্রবেশ করতে না পারে। যদি প্রবেশ করতেই হয়, তবে সাবান দিয়ে গোসল করে, ডিটারজেন্ট দ্বারা দৌত করা অব্যবহৃত জামা পরিধান করে, খামারে ব্যবহারের জন্য পৃথক জুতা জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানিতে চুবিয়ে প্রবেশ করতে হবে। প্রতি শেডের জন্য আলাদা জুতা বা ডিসপোজেবল জুতা ব্যবহার করতে হবে। প্রতি শেডের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক স্প্রে, জীবাণুনাশক যুক্ত পানির গামলা এবং হাত দৌত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শেডের প্রবেশ দরজার ভিতরে দিকে চুন ছিটিয়ে রাখতে হবে। এক শেডের জুতা অন্য শেডে নেওয়া যাবে না। এক শেডের কর্মী যেন অন্য শেডে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

- **পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ঃ** পোকামাকড় বিভিন্ন ধরণের জীবাণু বাহির থেকে ফার্মের ভিতরে নিয়ে আসে। তাই এটি নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য নিয়মিতভাবে শেডের ভিতরে এবং বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ছোট ঝোপঝাড় নিয়মিতভাবে কাটতে হবে। পোকামাকড়ের বাসা ধ্বংস করতে হবে। প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, তবে সাবধান থাকতে হবে যেন কীটনাশক মুরগীর খাদ্য ও পানির সাথে না মিশে।

- **সনামধন্য হ্যাচারী** হতে বাচ্চা সংগ্রহ করা।

- **নিরাপদ পানি ব্যবহার ঃ** মুরগীকে সবসময় আয়রণ ও জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে। পানি পরিশোধনের জন্য সবসময় কিউ-গার্ড ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে। আয়রণ পরিশোধনের জন্য আয়রণ গার্ড ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিতভাবে প্রতি সাত দিন পরপর পানির ক্লোরিন, আয়রণ ও পিএইচ পরীক্ষা করতে হবে।

- **যানবাহন এবং সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ ঃ** বাহিরের কোনো যানবাহন বা ভ্যান গাড়ি যেন খামার এলাকায় প্রবেশ না করে। এক শেডের সরঞ্জাম অন্য শেডে নেওয়া যাবেনা। কোনো শেডের সরঞ্জাম যদি অন্য শেডে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে প্রবেশ করাতে হবে।

ডিম এবং মুরগী বিক্রির সময় ডিমের গাড়ি খামার থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ভালোভাবে ডিটারজেন্ট বা জীবণুনাশক দিয়ে স্প্রে করে নিতে হবে। ডিম/মুরগী বিক্রির পর ট্রে এবং ভ্যানগাড়ি ভালোভাবে ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে করা রোদে শুকিয়ে খামারে প্রবেশ করাতে হবে। যে জায়গায় গাড়ি ভরা হয়েছে এবং যে রাস্তা দিয়ে ডিম/মুরগী পরিবহণ করা হয়েছে সেই জায়গা এবং রাস্তা ভালোভাবে জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে। যেসকল কর্মী ডিম পরিবহন করেছেন তাদেরকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে খামারে প্রবেশ করাতে হবে।

- **ইঁদুর ও চিকা নিয়ন্ত্রণ ঃ** ইঁদুর খামারের জন্য খুবই মারাত্মক, তাই ইঁদুর যাতে খামারে না আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগীর খাবারের গন্ধের টানে ইঁদুর খাবার খেতে আসে। তাই মুরগীর খাবার যেন কোথাও পরে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুরগীকে খাবার দেওয়ার পর বস্তার মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে। ছোট ঝোপঝাড়, ঘাস নিয়মিতভাবে কাটতে হবে। ইঁদুরের বাসা ধ্বংস করতে হবে। শেডের চারপাশে বাহিরের ভূমি থেকে এক ফুট উঁচুতে পাতলা টিনের পাত লাগাতে হবে। প্রয়োজনে ইঁদুর মারার ঔষধ ব্যবহার করতে হবে, তবে সাবধান থাকতে হবে যেন মুরগীর খাদ্য ও পানির সাথে না মিশে।

- **খামারে সুস্থ ও সবল বাচ্চা প্রবেশ করানো ঃ** অসুস্থ বাচ্চা রোগজীবাণুর বাহক। তাই সবসময় সুস্থ ও সবল বাচ্চা প্রবেশ করাতে হবে। খামারে সবসময় অল ইন অল আউট নিয়ম মেনে চলতে হবে।

- **লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ** লিটারের মাধ্যমে ছত্রাক জাতীয় ও অন্যান্য রোগ ছড়ায়। তাই লিটার সবসময় ভালো রাখতে হবে, ভিজে গেলে বা দলা তৈরি হলে পরিবর্তন করে নতুন লিটার মিশিয়ে দিতে হবে।

- **ভালো খাদ্য খাওয়ানো ঃ** মুরগীকে সবসময় ভালো খাদ্য খাওয়াতে হবে। কোনো ভিজা, দলা বাধা, কটু গন্ধযুক্ত বা মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খাওয়ানো যাবে না। পাত্রে খাদ্য থাকা অবস্থায় পুনরায় খাবার দেওয়া যাবে না। পাত্রের খাবার শেষ হলে পাত্র পরিষ্কার করে খাবার দিতে হবে। খাদ্য গুদামে সংরক্ষিত "আগের খাবার" আগে শেষ করতে হবে। খাদ্য সংরক্ষণের সময় বস্তার নিচে কাঠ বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে। খাদ্য যেন বেশি দিন সংরক্ষিত না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য সংরক্ষনের ঘর শুকনা ও ভালো ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- **মৃত বাচ্চা বা মুরগী ব্যবস্থাপনা ঃ** কোন বাচ্চা বা মুরগী মারা গেলে দ্রুত একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

টিকা পরিবহন ও সংরক্ষণ

টিকা আইস বক্সে বা ফ্লাক্সে পরিবহন করতে হবে। ফ্লাক্সে রাখার সময় টিকা যেন বরফের সাথে লেগে না থাকে সে জন্য দুইটি বরফের সীটের মাঝে টিকা রাখতে হবে অথবা টিকার ভায়াল মোটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে পলিথিনে ভরে ফ্লাক্সের বরফের উপর রাখতে হবে। টিকা রেফ্রিজারেটরে রাখার সময় নরমাল তাপমাত্রার চেম্বারে ২-৮^{o} সে তাপমাত্রায় রাখতে হবে। যেখানে টিকা রাখা হবে সেখানে যেন খাবার বা অন্য কিছু রাখা না হয়। টিকা ফ্রিজের দরজায় রাখা যাবে না।

ব্রয়লার মুরগীর টিকাদান কর্মসূচি

টিকার নাম	প্রয়োগের সময় (দিন)	প্রয়োগ পদ্ধতি
আই.বি + এন.ডি	৩-৫	চোখে ফোটা
গামবোরো ইন্টারমিডিয়েট	১০-১২	চোখে ফোটা
গামবোরো ইন্টারমিডিয়েট প্লাস	১৭-১৮	চোখে ফোটা
এন.ডি (রাণীক্ষেত)	২১-২২	খাবার পানিতে

সর্বনিম্ন ঔষধ খরচে রোগমুক্ত এবং লাভজনক মুরগীর খামার পরিচালনার নিয়ম ঃ

- এক ব্যাচের মুরগী বিক্রয় করার পর জীবণুনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ঘর ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- সকল লিটার এবং ময়লা বাহির করার পর ঘরের মেজে, সাইড ওয়াল এবং চারপাশে ৩ ফুট পর্যন্ত ব্লিচিং পাউডার ও লবণ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে
- ঘর ভালভাবে পরিষ্কার করার পর পরবর্তী ব্যাচের বাচ্চা উঠানোর মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিন বিরতি দিতে হবে
- বাচ্চা উঠানোর কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে প্যারাফরমালডিহাইড দিয়ে ফিউমিগেশন করতে হবে অথবা ফরমালিন দিয়ে শেডের ভিতর থেকে ঘরের চালায়, পর্দায়, মেজে এবং বাহিরে চারপাশে ৩ ফুট পর্যন্ত এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন ভিজে যায়
- খামারে ব্যবহারের জন্য বালতি, মগ, পানির পাত্র, খাবার পাত্র, হোভার, চিকগার্ড ইত্যাদি ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে
- বয়স অনুযায়ী তাপমাত্রা সঠিক নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ব্রুডিং ভালভাবে করতে হবে। প্রথম দিন হতে প্রতি ৭ দিন পরপর ছোট ও দূর্বল বাচ্চাগুলিকে আলাদা করে বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে

- পানিবাহিত রোগ থেকে বাচ্চাকে মুক্ত রাখার জন্য পানি পরিশোধনের জন্য ক্লোরিন ট্যাবলেট বা **Q-Guard** এবং এসিডিফায়ার নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতে হবে
- এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে প্রথম ৩ দিন এবং ৭ দিন পর পুনঃরায় ৩ দিন প্রোবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে
- লিটার সবসময় ভাল রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে
- প্রতিদিন খাবার ও পানির পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- সেডের প্রবেশপথে ফুটপাথ ব্যবহার করতে হবে
- সেডের ভিতরে আলাদা জুতা ব্যবহার করতে হবে
- জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে
- রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে ভাল টিকা কুলচেইন নিয়ম মেনে সময়মত প্রয়োগ করতে হবে
- ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত অযথা এন্টিবায়োটিক বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না
- গরমকালে বাহিরের প্রচন্ড তাপ থেকে মুরগীকে রক্ষার জন্য আলাদা করে সানসেট ব্যবহার করতে হবে

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

হেড অফিস : বাড়ী ১৪, রোড ৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ওভারসিজ: +৮৮-০২-৪১০৯০৩৯০, লোকাল: +৮৮-০৯৬৭৮১১১৫৫৫
Email : info@qfl.com.bd, Web: www.qfl.com.bd
ফ্যাক্টরী : শিরিরচালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর
: জামুন্না, শাহজাহানপুর, বগুড়া
: কাথম, নন্দীগ্রাম, বগুড়া